আদালতে কমপিউটার ব্যবহার

উন্নত দেশসমূহ ছাড়াও অনেক উন্নয়নশীল দেশের আদালতসমূহে কমপিউটারায়ন করার ফলে সেখানকার সমস্ত কাজই এখন করা হয়ে থাকে কমপিউটারে। উন্নত দেশগুলোতে প্রতিটি নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত পরস্পরের সাথে কমপিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টে কমপিউটারায়ণ করা হয়েছে। অমিমাংসিত সমস্ত মামলার তালিকা কমপিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং নতুন মামলা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সংরক্ষিত হচ্ছে। এবং এসব মামলা নিস্পত্তির জন্য নির্ধারিত আদালতে খুব দ্রুততার সাথে প্রেরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ভারতের সুপ্রীম কোর্টে নিয়োজিত ১৪০০ কর্মচারীর সমস্ত কাজকর্মই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কমপিউটারে।

কমপিউটার মানব জীবনকে দিয়েছে গতি, বাড়িয়ে দিয়েছে কর্মদক্ষতা। সাধারণ কোন সমস্যা থেকে শুরু করে জটিল জটিল সমস্যার সমাধান দিচ্ছে কমপিউটার। এর সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহারে মানুষ হচ্ছে উপকৃত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এটার প্রয়োগের প্রয়াস চলছে। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ, অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং, গবেষণা, খেলাধুলা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অনস্বীকার্য। কমপিউটার ব্যবহারের আর একটি অঙ্গন হচ্ছে আদালত। মামলার আবেদনপত্র থেকে শুরু করে যে কোন ভাষার আইনের সমস্ত পুরানো বই, নথি-পত্র, রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ করা, তথা সমস্ত কাজই কমপিউটারে করা সম্ভব এবং এর ফলে নির্ভুল তথ্য ও তত্ত্ব বিচারকের সম্মুখে উত্থাপন করা যেতে পারে যা দ্রুত ন্যায় বিচারের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

একই ধাচের মামলার জন্য আইনজীবিগণ একই ধরণের আবেদনপত্র বার বার ড্রাফ্‌ট করেন এবং তা টাইপ করে বিচারকের নিকট উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু একবার সেটা তৈরি করে এবং কমপিউটারে সংরক্ষণ করে বারবার ড্রাফ্‌ট এবং টাইপ করার ঝামেলা থেকে আইনজীবিগণ মুক্ত হতে পারেন। এতে সময়ের যথেষ্ট সাশ্রয় হবে। শুধুমাত্র বিভিন্ন আঙ্গিকের জন্য সেটাকে কিছুটা বদল (এডিট) করে নিলেই চলে।

আইনের সমস্ত পুরানো বই, নথি পত্র, রেকর্ড ইত্যাদি কমপিউটারে সংরক্ষণ করা হলে সেটি তখন রেফারেন্স গাইড হিসেবে কাজ করবে। অতি অল্পসময়ের মধ্যে দেখা এবং বিচারকের সামনে উত্থাপন করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ সেটা তখন এমন একটি রেফারেন্স গাইড হিসেবে কাজ করবে যার সমস্তটাই হবে নির্ভুল। অল্প সময়ে আবেদনপত্র, তথ্য ও তত্ত্ব এবং রেফারেন্স বিচারকের নিকট উত্থাপনের ফলে বিচারকগণ দ্রুত সেই মামলার নিস্পত্তি করতে পারেন এবং রায় ঘোষণা করতে পারেন। এতে করে বিবাদমান পক্ষ হবেন উপকৃত। আর সেই রায়ও যদি কমপিউটারে সংরক্ষণ করা হয় তবে বিবাদমান পক্ষ সেই রায়ের নির্ভুল কপিও খুব কম সময়ে সংগ্রহ করতে পারবেন।

মামলা এক আদালত থেকে অন্য আদালতে স্থানান্তর করা হলে বা নিস্পত্তিকৃত মামলা উচ্চ আদালতে পুনরায় আবেদন করা হলে (আপীল) তখন পূর্বতন আদালতে উত্থাপিত নথিপত্র এবং ঘোষিত রায়ের কপি প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে কমপিউটার ব্যবহারের ফলে খুবই অল্প সময়ে তা বরাদ্ধ করা সম্ভব।

এক জেলার আদালত থেকে অন্য জেলার আদালতে বা এক আদালত থেকে অন্য আদালতে বা কোন আদালত থেকে সুপ্রীম কোর্টে বা সুপ্রীম কোর্ট থেকে অন্য আদালতে যে কোন তথ্য ও রেকর্ড খুব অল্প সময়ে পাঠানো সম্ভব যদি সেখানে কমপিউটারায়ন করা থাকে।

কোন আদালতের বিচারক কোন মামলার নিস্পত্তির জন্য অন্য কোন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের সহায়তা চাইলে কমপিউটার ব্যবহারের ফলে তা ত্বড়িৎ পাওয়া সম্ভব। আদালত অঙ্গনে তথা আইন ব্যবস্থায় কমপিউটারায়ন হলে আইনজীবিগণ কমপিউটার সার্ভিস পেতে পারেন। আইনজীবিগণ এক জায়গায় বসেই অন্য কোন আদালতের বা অন্য যেকোন দেশের মামলার সমস্ত কাগজপত্র নিজের কমপিউটারের মাধ্যমে ব্যবহারের সুযোগ লাভ করতে পারেন।

আদালত অঙ্গনকে কমপিউটারায়ন করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে জানার জন্য আমরা উপস্থিত হই বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি ধানমণ্ডি 'ল' কলেজের **অধ্যাপক এস.এম. জিল্লুল হকের** সামনে। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও তাঁর অভিমত এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হলো ঃ

ক.জ.ঃ আপনি কি মনে করেন আদালত অঙ্গন কমপিউটারায়ন হলে তা সবার জন্য সুফল বয়ে আনবে?

জি.হ.ঃ আমি মনে করি বিচার বিভাগের

এস এম জিল্লুল হক
এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

কমপিউটারায়ন অপরিহার্য্য। এর ফলে বিচার কার্যের দীর্ঘসূত্রীতার অবসান ঘটবে এবং বিচার প্রত্যাশী লোকের উপকার হবে। যেমন, আইনজীবিরা যে সমস্ত নথিপত্র কোর্টে উত্থাপন করে থাকেন সেগুলি যদি কমপিউটারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয় তবে তাতে ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকবে। আইনের বই পুস্তক যদি কমপিউটারে সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে কম পরিশ্রম ও অল্প সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় বই পুস্তক কোর্টের নিকট উত্থাপন করা যাবে যা ন্যায় বিচারের স্বার্থে সহায়ক হবে। এছাড়া বিচারকদের রায় এবং কোর্টের অন্যান্য কাগজপত্র বিবাদমান পক্ষগণের নিকট কম সময়ে এবং কম খরচে বরাদ্ধ করা যাবে। এক জেলা আদালত থেকে অন্য জেলা আদালতে বা সুপ্রীম কোর্টে অথবা সুপ্রীম কোর্ট হইতে অন্য আদালতে বা অন্য কোন দেশের আদালতে বা অন্য দেশের আদালত হতে এদেশের কোন আদালতে যেকোন রায় বা প্রয়োজনীয় দলিল কম সময়ে এবং কম খরচে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব, যা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য্য।

ক.জ.ঃ আপনি কি মনে করেন আমাদের দেশে বসেই অন্যান্য দেশে আইনের সার্ভিস দেয়া সম্ভব।

জি.হ.ঃ অবশ্যই। এটা হয়েই থাকে এবং হচ্ছেও। এবং কমপিউটারায়ন হলে বিদেশে আমাদের আইনের সার্ভিস দেয়া সহজতর হবে। আমরা আমাদের দেশে বসেই যে কোন দেশে আইনের সার্ভিস দিয়ে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি।

ক.জ.ঃ বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল অ্যাক্ট ড্রাফ্‌ট করায় আপনার কোন ভূমিকা ছিল কি?

জি.হ.ঃ হ্যা, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল অ্যাক্ট তৈরি করার সময় আমি এতে সহায়তা করেছিলাম।

ক.জ.ঃ আপনি তো ধানমণ্ডি আইন মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক। আপনি কি মনে করেন শিক্ষাঙ্গণে কমপিউটারায়ন করা দরকার?

জি.হ.ঃ আমার মতে সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে কমপিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এমনকি আইন মহাবিদ্যালয়েও আইনের ছাত্রদের কমপিউটারের প্রাথমিক ধারনাসহ কিছু শিক্ষা দেয়া

উচিৎ, তা না হলে তার ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়াও সম্ভব না।

ক.জ.ঃ আপনিতো বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, নির্বাচিত হলে আপনি বিচার বিভাগের কমপিউটারায়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেবেন?

জি.হ.ঃ আমি বাংলাদশ বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হলে আদালত অঙ্গনে কমপিউটারায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আইনজীবিগণ যাতে কমপিউটার প্রয়োগের মাধ্যমে সময়ের সাশ্রয় ঘটিয়ে বিচারকগণের নিকট নির্ভুলভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে বিচার প্রত্যাশী লোকদেরকে এর সুফল ভোগ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হন সে ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালাবো।

ক.জ.ঃ অন্যান্য দেশের আদালতসমূহের কমপিউটারায়ন সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

জি.হ.ঃ উন্নত দেশসমূহ ছাড়াও অনেক উন্নয়নশীল দেশের আদালতসমূহে কমপিউটারায়ন করার ফলে সেখানকার সমস্ত কাজই এখন করা হয়ে থাকে কমপিউটারে। উন্নত দেশগুলোতে প্রতিটি নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত পরস্পরের সাথে কমপিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টে কমপিউটারায়ণ করা হয়েছে। অমিমাংসিত সমস্ত মামলার তালিকা কমপিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং নতুন মামলা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সংরক্ষিত হচ্ছে। এবং এসব মামলা নিস্পত্তির জন্য নির্ধারিত আদালতে খুব দ্রুততার সাথে প্রেরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ভারতের সুপ্রীম কোর্টে নিয়োজিত ১৪০০ কর্মচারীর সমস্ত কাজকর্মই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কমপিউটারে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের প্যাটেন্টসমূহের জন্য কমপিউটার ডাটাবেজের প্যাটেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (PIS) আগামী তিন বছরের মধ্যে চালু হতে যাচ্ছে।

ভারত সরকার ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অরগানাইজেশন (WIPO) এবং ইউ.এন.ডি.পি'র আর্থিক সহায়তায় তিন কোটি রুপী ব্যয়ে এই PIS এর আধুনিকায়ন করছে। অন-লাইন যোগাযোগের মারফত বিদেশী যে কোন প্যাটেন্ট অফিস থেকে সকল বিদেশী প্যাটেন্টের তথ্য এই কেন্দ্র সংগ্রহ করতে পারবে। বর্তমানে এখানে বিভিন্ন ভাষার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় তিন কোটি কাগজভিত্তিক ডকুকেন্টের ডাটাবেজ রয়েছে। এখানে প্রতি বছর ১০ লক্ষ করে নতুন প্যাটেন্টের ডকুমেন্ট যোগ হচ্ছে। কমপিউটারাইজেশন হলে এতে কেবল নির্ভুলতা আনায়ন করবে না যে কোন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতেও সহায়তা করবে।

ক.জ.ঃ বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হলে কমপিউটারায়নের জন্য আর কোন পদক্ষেপ নেবেন?

জি.হ.ঃ আমি আইনজীবিদের কল্যাণের জন্য একটি কো-অপারেটিভ ব্যাংক স্থাপন করার পদক্ষেপ নেব। যাতে অবশ্যই কমপিউটার ব্যবহৃত হবে। এ ধরণের ব্যাংকের মাধ্যমে একদিকে তারা বছর শেষে ডেভিডেন্ট লভ্যাংশ পাবেন অন্যদিকে আইনজীবিগণের বেনিভলেন্ট ফাণ্ডের সার্টিফিকেট উক্ত ব্যাংকের নিকট সিকিউরিটি রেখে জীবদ্দশায় বা অসময়ে ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারবেন। আমি আর একটি বিশেষ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করব, সেটা হলো যুব আইনজীবিদের জন্য বাসস্থান এবং বই পুস্তকের সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিটি জেলায় একটি লাইব্রেরীসহ ডরমেটরী স্থাপনের উদ্যোগ নেব। এই লাইব্রেরীইতেও কমপিউটার ব্যবহারের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হবে। আমি বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও প্রাক্তন ট্রেজারার হিসেবে আমার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বার কাউন্সিলের সদস্যদের সার্বিক উন্নতি, কল্যাণ ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য এর কার্যক্রমকে কমপিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে আরও আধুনিক ও গতিশীল করার পদক্ষেপ নেব। ✻

সাক্ষাৎকারঃ—মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

CONTACT US FOR COMPUTER & COMPUTER PERIPHERAL

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরিচালনায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের মাধ্যমে একমাত্র আমরাই উচ্চমানের প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা দিতে পারি।

লোটাস, ডিব্যাজ প্রোগ্রামিং ও ওয়ার্ডস্টারসহ বিভিন্ন এপ্লিকেশন সফ্‌টওয়ার ও প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন

পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোর্স

OPEN 9.00 A.M. TO 9.00 P.M

COMPUTER HOME
Penguin Shopping Centre
721 C.D.A Avenue, Chittagong
(Opposite G.E.C)
Phone : 220684

FOR TOTAL SOLUTION

Hardware sales and support
Computer maintenance and servicing.
Complete System Software Development.
Peripheral - Accessories (supply and sales.)
Consultancy services.

In house computer Training

DETOSEARCH

Mirpur 10-B, Ave. 1/plots-3
Dhaka 1221, Bangladesh
Phone : 802458.
Telex : 671089 TLK BJ
FAX : 880-02 863658
Your trusted Computer dealer since 1982.